আলমডাঙ্গার দুর্গাপূজা মণ্ডপে নিরাপত্তা ব্যবস্থা পরিদর্শন করলেন এসপি

আসন্ন শারদীয় দুর্গাপূজাকে ঘিরে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখা এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতে চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়েছে। এর অংশ হিসেবে গতকাল বুধবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত আলমডাঙ্গা থানার বিভিন্ন দুর্গাপূজা মণ্ডপ আকস্মিক পরিদর্শন করেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ সুপার খন্দকার গোলাম মওলা, বিপিএম-সেবা।

পুলিশ সুপার মণ্ডপগুলোতে উপস্থিত পূজা উদযাপন কমিটির সদস্য, ভক্ত ও স্থানীয় সুধীজনদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। তিনি বলেন, “শারদীয় দুর্গাপূজা শুধু হিন্দু সম্প্রদায়ের উৎসব নয়, এটি বাংলাদেশের সর্বজনীন উৎসব। এখানে সকল ধর্ম-বর্ণের মানুষের অংশগ্রহণ আমাদের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির চিত্র তুলে ধরে। কোনো প্রকার বিশৃঙ্খলা বা অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করতে কেউ যাতে না পারে, সেদিকে পুলিশ সর্বোচ্চ সতর্ক থাকবে।”

তিনি আরও জানান, আলমডাঙ্গা থানার প্রতিটি পূজা মণ্ডপে পুলিশ মোতায়েন থাকবে, পাশাপাশি গ্রামাঞ্চলে আনসার ও গ্রাম পুলিশদের সক্রিয় ভূমিকা নিশ্চিত করা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ মণ্ডপে থাকবে সিসিটিভি ক্যামেরা, মেটাল ডিটেক্টর এবং টহল টিম। জেলা পুলিশের কন্ট্রোল রুমের সঙ্গে প্রতিটি মণ্ডপকে সংযুক্ত রাখার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

পরিদর্শনকালে পুলিশ সুপার পূজা কমিটির নেতৃবৃন্দকে উৎসব শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করার আহ্বান জানান এবং দর্শনার্থীদের ভিড় সামলাতে সুষ্ঠু ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, “সকলের সহযোগিতায় দুর্গাপূজা আনন্দমুখর পরিবেশে উদযাপিত হবে—এটাই আমাদের প্রত্যাশা।” এই আকস্মিক পরিদর্শনে আরও উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ মুহাঃ মাসুদুর রহমান, পিপিএম, পুলিশ পরিদর্শক (অপারেশন) বিকাশ চন্দ্র সরকার, বিভিন্ন পূজা মণ্ডপ কমিটির সভাপতি ও সম্পাদকবৃন্দ, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও সুধীজন।

জানা গেছে, এ বছর আলমডাঙ্গা উপজেলায় মোট ৩৫ টি দুর্গাপূজা মণ্ডপে শারদীয় দুর্গোৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে ১২টি মণ্ডপকে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রতিটি মণ্ডপে নির্দিষ্ট সংখ্যক পুলিশ ও আনসার সদস্য দায়িত্ব পালন করবেন।

স্থানীয়রা জানান, পুলিশ সুপারের আকস্মিক এ পরিদর্শনে পূজা উদ্যাপন কমিটি ও সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বস্তি ফিরে এসেছে। তারা মনে করছেন, প্রশাসনের এ ধরণের তৎপরতা দুর্গোৎসবকে আরও নিরাপদ ও আনন্দঘন পরিবেশে পরিণত করবে।

মেহেরপুরের সাবেক এসপি নাহিদুল ইসলাম গ্রেপ্তার

রাজধানী থেকে মেহেরপুরের সাবেক এসপি একেএম নাহিদুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ।

শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) রাত ২টার দিকে ইস্কাটন থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

ঢাকা মহানগর পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান অতিরিক্ত কমিশনার মো. শফিকুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, নাহিদুল ইসলামের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে মামলা রয়েছে। সেই মামলায় গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি ছিল। আমরা রিকুইজিশন পাওয়ার পর গত রাতে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

এর আগে, গত ২৮ জুলাই এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় একেএম নাহিদুল ইসলামকে জনস্বার্থে সরকারি চাকরি থেকে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানো হয়। প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়, বিধি অনুযায়ী তিনি অবসরের সব সুবিধা পাবেন।

একেএম নাহিদুল ইসলাম ২০২৩ সালের ১১ জুলাই ডিআইজি পদে পদোন্নতি পান। তখন তিনি সিআইডির অতিরিক্ত ডিআইজি হিসেবে দায়িত্ব পালন

করছিলেন। পদোন্নতির পরও তাকে সিআইডিতে রাখা হয়। তিনি অতীতে খুলনা রেঞ্জের অতিরিক্ত ডিআইজি (অপারেশন অ্যান্ড ক্রাইম) হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন।

তবে মেহেরপুর জেলায় দায়িত্ব পালনকালে তিনি নানা বিতর্কিত কর্মকান্ডে জড়িত হয়ে পড়েছিলেন। ২৪ সালের ৫ আগস্ট পরবর্তী সময়ে তার বিরুদ্ধে আদালতে দুইটি হত্যা মামলাও দায়ের করা হয়েছে।

মেহেরপুরের এসপি ওএসডি, নতুন এসপি মোহাম্মদ মনজুর আহমেদ সিদ্দিকী

দেশের সাত জেলায় নতুন পুলিশ সুপার নিয়োগ দিয়েছে সরকার। পাশাপাশি ছয় পুলিশ কর্মকর্তাকে বদলি করা হয়েছে।

সোমবার (২৫ আগস্ট) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগ এক প্রজ্ঞাপনে এ নিয়োগ ও বদলির আদেশ জানায়। প্রজ্ঞাপনে সই করেছেন উপসচিব মো. মাহবুবুর রহমান।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার,স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগ, পুলিশ-১ শাখা নম্বর:- ৪৪,০০,০০০০,০৯৪.১৯.০০১.২২-৪০৮ প্রজ্ঞাপন থেকে জানা যায়, ডিএমপির উপ-পুলিশ কমিশনার মোহাম্মদ মনজুর আহমেদ সিদ্দিকীকে মেহেরপুরের পুলিশ সুপার করা হয়েছে এবং মাকসুদা আকতার খানমকে বদলিকরে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের পুলিশ সুপার (বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ওএসডি) করা হয়েছে।

এছাড়াও শিল্পাঞ্চলের পুলিশ সুপার মোহাম্মদ আল মামুন শিকদারকে বরগুনার পুলিশ সুপার করা হয়েছে। পিবিআইয়ের (পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন) পুলিশ সুপার আসাদুজ্জামানকে বাগেরহাটের পুলিশ সুপার করা হয়েছে।

পুলিশ অধিদপ্তরের মো. মেনহাজুল আলমকে নরসিংদীর পুলিশ সুপার করা

হয়েছে।

ডিএমপির উপ-পুলিশ কমিশনার মোহাম্মদ জসীম উদ্দিনকে নারায়ণগঞ্জের পুলিশ সুপার করা হয়েছে। এসবির বিশেষ পুলিশ সুপার মো. রবিউল ইসলামকে নড়াইলের পুলিশ সুপার করা হয়েছে। হাইওয়ে পুলিশের পুলিশ সুপার মোহাম্মদ তারিকুল ইসলামকে নাটোরের পুলিশ সুপার করা হয়েছে।

বিএনপি কর্মী হত্যা: কুষ্টিয়ার সাবেক এসপি কারাগারে

কুষ্টিয়ায় বিএনপির কর্মী সুজন মালিথাকে গুলি করে হত্যার মামলার প্রধান আসামি কুষ্টিয়ার সাবেক পুলিশ সুপার এস এম তানভীর আরাফাতকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

বৃহস্পতিবার (২৬ ডিসেম্বর) দুপুরে তাকে কুষ্টিয়া সদর আমলি আদালতের ম্যাজিস্ট্রেট মাহমুদা সুলতানার আদালতে হাজির করা হয়। আদালত তার জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

উপপুলিশ কমিশনার তানভীর আরাফাত সিলেট রেঞ্জ ডিআইজি অফিসে সংযুক্ত ছিলেন। তার গ্রামের বাড়ি খুলনার খালিশপুর উপজেলায়।

বিষয়টি নিশ্চিত করে কুষ্টিয়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শিহাবুর রহমান শিহাব বলেন, সাবেক এসপি তানভীর আরাফাত পুলিশ হেফাজতে রয়েছেন। তাকে আদালতে হাজির করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে কুষ্টিয়া মডেল থানায় মামলা রয়েছে। কীভাবে, কোথা থেকে, কখন তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট তথ্য দেননি পুলিশের এই কর্মকর্তা।

গত ২৯ সেপ্টেম্বর নিহত সুজনের রাজনৈতিক বড় ভাই সুজন হোসেন (৪২) বাদী হয়ে কুষ্টিয়া মডেল থানায় মামলাটি দায়ের করেন। মামলায় মোট ১৫ জনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। মামলায় অজ্ঞাত আসামি করা হয়েছে আরও ১০-১২ জনকে।

নিহত সুজন মালিথা কুষ্টিয়া সদর উপজেলার টাকিমারা গ্রামের ইসমাইল মালিথার ছেলে। মামলার বাদী সুজন হোসেন কুষ্টিয়া শহরের মিললাইন এলাকার লালন শাহ সড়কের আব্দুর রাজ্জাকের ছেলে।

মামলার বাদী সুজন হোসেন এজাহারে উল্লেখ করেন, ‘আমার দলীয় ছোট ভাই বিএনপির সহযোদ্ধা সুজন মালিথা নিয়মিত বিএনপির বিভিন্ন প্রোগ্রামে উপস্থিত থেকে নেতাকর্মীদের উৎসাহ প্রদান করতো। যার কারণে আসামিদের কাছে সুজন মালিথা শত্রু হিসেবে পরিণত হয়। আসামিরা আমার দলীয় ছোট ভাইকে হত্যার ষড়যন্ত্র করতে থাকে।

তারই জের ধরে আমার দলীয় ছোট ভাই সুজন মালিথা বিএনপির প্রোগ্রাম শেষ করে রাতে নিজ বাড়িতে প্রবেশ করলে ২০১৯ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর রাত আনুমানিক ১২টা ২০ মিনিটে আসামিরা সবাই মিলে তার বাসায় প্রবেশ করে এবং তাকে জোরপূর্বক বাসা থেকে তুলে নিয়ে অজ্ঞাত স্থানে চলে যায়।

পরবর্তীতে আমিসহ সুজন মালিথার পরিবারের লোকজন তাকে দীর্ঘক্ষণ খোঁজাখুঁজির এক পর্যায়ে এলাকাবাসীর মাধ্যমে জানতে পারি যে, পূর্ব শত্রুতার জের ধরে উল্লিখিত আসামিরা পরস্পর যোগসাজশে আমার দলীয় ছোট ভাই সুজন মালিথাকে বাসা থেকে জোরপূর্বক তুলে নিয়ে ১৩ সেপ্টেম্বর রাত ১টা ৩০ মিনিটে কুষ্টিয়া মডেল থানাধীন মোল্লাতেঘরিয়া পূর্ব ক্যানালের পাড়ে গুলি করে হত্যা করে।

অতঃপর আমিসহ সুজন মালিথার পরিবারের লোকজন আসামিদের কাছে উপস্থিত হয়ে সুজন মালিথাকে হত্যার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তারা কোনো সদুত্তর না দিয়ে আমাদের তাড়িয়ে দেয়।

পরবর্তীতে একাধিকবার উক্ত ঘটনার বিষয়ে মামলা করার চেষ্টা করলে আসামিরা আমাকে বিভিন্নভাবে ভয়ভীতি দেখায়। ঘটনার বিষয়ে এলাকার অনেকেই অবগত আছেন। এমতাবস্থায় ঘটনার বিষয়ে সুজন মালিথার পরিবারসহ দলীয় নেতাকর্মীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে থানায় এজাহার দায়ের করতে বিলম্ব হয়।’

কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার মিজানুর রহমান বলেন, বিএনপি কর্মী সুজন হত্যা মামলায় তানভীর আরাফাতকে গ্রেফতার করে কুষ্টিয়ায় আনা হয়েছে।

প্রসঙ্গত ২০১৮ সালে এসএম তানভীর আরাফাত কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার হিসেবে যোগদান করেন। ২০২০ সাল পর্যন্ত কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

সাংবাদিক ও পুলিশ একে অন্যের সহযোগী: কুষ্টিয়ার নবাগত এসপি

কুষ্টিয়ার নবাগত পুলিশ সুপার (এসপি) মো. মিজানুর রহমান বলেছেন, সাংবাদিক ও পুলিশ একে অন্যের সহযোগী। গণমাধ্যমকর্মীরা যে কোনো ধরনের তথ্য আমাদের জানাতে পারেন। কুষ্টিয়ায় অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ও শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষাই আমাদের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

নবাগত পুলিশ সুপার সাংবাদিকদের প্রতি বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদ পরিবেশনের অনুরোধ করে বলেন, সংবাদকর্মীরা তাদের ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে সুন্দর নিরাপদ সমাজ বিনির্মাণে অগ্ৰণী ভূমিকা পালন করতে পারেন। “আমি বিশ্বাস করি পুলিশ এবং সাংবাদিকদের মধ্যে একটা মেলবন্ধন আছে, সেটা আগামীতেও অব্যাহত থাকবে।”

রবিবার দুপুরে জেলা পুলিশ লাইন্সের সম্মেলন কক্ষে জেলার কর্মরত সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, কুষ্টিয়ায় পুলিশের অফিসার ও ফোর্স চেঞ্জ হয়েছে। এক কর্মস্থল থেকে অন্য কর্মস্থলে যেতে একটু সময় লাগে। সরকারি বিধি অনুয়ায়ী বদলির ক্ষেত্রে ৮ থেকে ১০ দিন জয়নিং লিভ পায়। কুষ্টিয়া থেকে যে পরিমাণ ফোর্স বদলি হয়ে চলে গেছে, সে পরিমাণ ফোর্স কুষ্টিয়ায় যোগদান করেননি। পুলিশের কার্যক্রম দ্রুতই পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়ে যাবে।

পুলিশ সুপার বলেন, ৫ আগস্টের পর যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, তাতে স্বাভাবিকভাবেই পুলিশ কাজে ফিরতে একটু সময় নিয়েছে। বর্তমানে পুলিশের কার্যক্রম অনেকটাই স্বাভাবিক রয়েছে, দ্রুতই পুরোপুরি স্বাভাবিক হবে। বর্তমানে অপরাধের অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। পুলিশকে অপরাধের তথ্য দিন, দ্রুত ব্যবস্থা নেয়া হবে। অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সভায় জেলার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, হত্যা, হত্যাচেষ্টা, গুরুত্বপূর্ণ মামলা, চোরাচালান, মাদক, জুয়া, ডাকাতি, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, তথ্য প্রাপ্তিতে পুলিশের সহযোগিতাসহ পুলিশের সঙ্গে

সংবাদকর্মীদের সম্পর্ক বৃদ্ধির বিষয়ও তুলে ধরেন গণমাধ্যমকর্মীরা।

এ সময় পুলিশ সুপার মিজানুর রহমান দ্রুত সময়ে তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ, আইনশৃঙ্খলার উন্নয়নসহ, সার্বিক বিষয়ে পুলিশ দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করার আশ্বাস দেন। একইসঙ্গে সাংবাদিকদের কাছে তথ্য চেয়ে সর্বাত্মক সহযোগিতা কামনা করেন তিনি।

পুলিশ সুপার বলেন, পূজামণ্ডপগুলোতে ও লালন মেলায় পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকবে। যে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে কাজ করছে পুলিশ। পর্যাপ্ত আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কাজ করবে। যাতে নির্বিঘ্নে দর্শনার্থীরা পূজামণ্ডপ ও লালন মেলায় ঘুরতে পারেন। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সুরক্ষা করা সকল নাগরিকের নৈতিক, সামাজিক ও আইনি দায়িত্ব। এ বছর মাল্টি-লেয়ার্ড নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে পূজা উদযাপনে সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে পুলিশ। শান্তি ও সম্প্রীতি বিঘ্নিত করলে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মতবিনিময় সভায় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) (পুলিশ সুপার পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত) মো. তারেক জুবায়ের, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস) পলাশ কান্তি নাথ, জেলা গোয়েন্দা পুলিশের অফিসার্স ইনচার্জ সোহেল রানা, কুষ্টিয়া মডেল থানার ওসি মাহফুজুল হক চৌধুরী, কুষ্টিয়া প্রেসক্লাবের সভাপতি আল মামুন সাগর, সাধারণ সম্পাদক আবু মনি জুবায়েদ রিপন, প্রেসক্লাবের নির্বাহী সদস্য আনিসুজ্জামান ডাবলু, কুষ্টিয়া সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক বাচ্চুসহ শতাধিক সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরের নতুন এসপি এস এম নাজমুল হক

নির্বাচন কমিশনের (ইসি) নির্দেশের পর দুই মহানগর পুলিশের কমিশনার এবং পাঁচ জেলার পুলিশ সুপারদের (এসপি) অন্যত্র বদলি করে সেখানে নতুন কমিশনার ও এসপি নিয়োগের প্রস্তাবে অনুমোদন দিয়েছে ইসি।

মেহেরপুরে নতুন এসপি যোগদান করছেন ডিএমপির উপপুলিশ কমিশনার এস এম নাজমুল হক। তিনি ডিএমপির কাউন্টার টেরোরিজম ইনভেষ্টিগেশন বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের জ্যেষ্ঠ সচিবের মাধ্যমে ইসিতে এই প্রস্তাব করা হয়েছিল। আজ সোমবার তাতে অনুমোদন দিয়েছে ইসি।
মেহেরপুরের এসপি মো. রাফিউল আলমকে পিবিআইয়ের এসপি হিসেবে বদলি করা হয়েছে। আর মেহেরপুরে এসপি পদে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন ডিএমপির উপপুলিশ কমিশনার এস এম নাজমুল হক।

গতকাল রোববার ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ডিসি, বরিশাল ও সিলেট মহানগরের পুলিশের কমিশনার এবং হবিগঞ্জ, পিরোজপুর, নোয়াখালী, সাতক্ষীরা ও মেহেরপুরের পুলিশ সুপারকে তাঁদের নিজ নিজ কর্মস্থল থেকে প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তের কথা জানায় ইসি। একই সঙ্গে তাঁদের জায়গায় অভিজ্ঞ ও যোগ্য কর্মকর্তাদের পদায়নের প্রস্তাব ইসিতে পাঠানোর জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগ ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ সচিবদের চিঠি দেয় ইসি। এ ছাড়া মানিকগঞ্জ সদর, সিংগাইর ও গাজীপুরের শ্রীপুর থানার ওসিকে জেলার বাইরে বদলির নির্দেশ দিয়েছে ইসি।

মেহেরপুরের এসপিসহ ৫এসপি ও ২কমিশনার প্রত্যাহার

মেহেরপুরের পুলিশ সুপার (এসপি) রাফিউল আলমসহ পাঁচ এসপি ও দুই মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনারকে নিজ নিজ কর্মক্ষেত্র থেকে প্রত্যাহার করার নির্দেশ দিয়েছেন নির্বাচন কমিশন।

আজ ১০ ডিসেম্বর বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের উপসচিব মিজানুর রহমান স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তি মন্ত্রীপরিষদ সচিব ও মহাপুলিশ পরিদর্শককে অনুলিপি প্রদান করা হয়েছে। বাকিরা হলেন- বরিশাল মেট্রোপলিটন কমিশনার, সিলেট মেট্রোপলিটন কমিশনার, হবিগঞ্জ পুলিশ সুপার, পিরোজপুর পুলিশ সুপার, নোয়াখালী পুলিশ সুপার ও

সাতক্ষিরা পুলিশ সুপার।

বিজ্ঞপ্তিতে প্রত্যাহারকৃত পদগুলোতে অভিজ্ঞ ও যোগ্য কর্মকর্তাদের পদায়ন করে প্রস্তাব নির্বাচন কমিশনকে পাঠানোর নির্দেশ করা হয়েছে।

মেহেরপুরের এসপি রাফিউল আলম পিপিএম পদকে ভূষিত

গুরুত্বপূর্ণ মামলার রহস্য উদ্ঘাটন, অপরাধ নিয়ন্ত্রণ, দক্ষতা, কর্তব্যনিষ্ঠা, সততা ও শৃঙ্খলামূলক আচরণের মাধ্যমে প্রশংসনীয় অবদানের জন্য “রাষ্ট্রপতির পুলিশ পদক (পিপিএম)”-সেবা” পদেক ভূষিত হলেন মেহেরপুরের পুলিশ সুপার মো” রাফিউল আলম।

আজ মঙ্গলবার রাজধানীর মেট্রোপলিটন রাজারবাগ পুলিশ লাইনস ময়দানে পুলিশ সেবা সপ্তাহ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তাঁকে এ পদক পরিয়ে দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

একই সঙ্গে দেশের ১১৫ সদস্যকে সাহসিকতার পুরস্কার হিসেবে বিপিএম ও পিপিএম পদক প্রদান করা হয়।

মেহেরপুরের পুলিশ সুপার মো: রাফিউল আলম পিপিএম পদকে ভূষিত হওয়ায় জেলা পুলিশের সকল কর্মকর্তারা তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। মেহেরপুর প্রতিদিন পরিবারের পক্ষ থেকেও অভিনন্দন জানিয়েছেন সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন, ব্যবস্থাপনা সম্পাদক মাহাবুব চান্দু।

টিকা নিয়েও করোনা আক্রান্ত মেহেরপুরের এসপি

প্রথম ডোজ টিকা নেওয়ার ১মাস ৩দিন পর করোনা আক্রান্ত হলেন মেহেরপুরের পুলিশ সুপার (এসপি) এস এম মুরাদ আলী (৫১) ।

আজ শনিবার দুপুরে মেহেরপুর বক্ষ ব্যাধি ক্লিনিক (সিডিসি) থেকে প্রাপ্ত জিন এক্সপার্ট মেশিনের রিপোর্টে এ তথ্য জানা গেছে। সিডিসি থেকে ২টি ফলাফল পাওয়া যায়। তার মধ্যে পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলীর করোনা পজিটিভ রিপোর্ট আসে।

মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা। নাসির উদ্দিন জানান, পুলিশ সুপার মহোদয় কোভিড ১৯ ভ্যাকসিনের ১ম ডোজ নিয়েছেন। তারপরও তিনি আজ করোনা পজিটিভ হলেন।
উল্লেখ্য, গত ১৭ ফেব্রুয়ারি তিনি মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে কোভিড ভ্যাকসিন কেন্দ্রে গিয়ে টিকার ১ম ডোজ গ্রহণ করেছিলেন।